Binod Bihari Mahto Koyalanchal University

বিনোদ বিহারী মাহাতো কয়লাঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয়

Dhanbad , Jharkhand

ধানবাদ, ঝাড়খণ্ড

Synopsis of

The proposed research work for Ph.D degree

পি-এইচ-ডি নিবন্ধীকরণের জন্য উপস্থাপিত গবেষণার সংক্ষিপ্তসার

Title / শিরোনাম

‘সন্দেশ’ ও রায় বাড়ির অন্দরমহল

‘Sandesh’ O Raybarir Andarmahal

NAME OF THE CANDIDATE

Shampa Laha

Assistant professor, Department of Bengali

Panchthupi Haripada Gouribala College

Murshidabad, 742161, West Bengal

SUPERVISOR

Dr. Sharmila Banerjee

H.O.D, P.G Department of Bengali

মুখবন্ধ

Preface

১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে সন্দেশের প্রকাশ কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। উনিশ শতকের শেষ দিক থেকেই বাংলায় এসেছিল সাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রকাশের জোয়ার। প্রমদাচরণের ‘সখা’, ঠাকুরবাড়ির ‘বালক’, শিবনাথ শাস্ত্রীর ‘মুকুল’, বাংলার শিশুরা ধীরে ধীরে পরিচিত হচ্ছিল এসব শিশু পত্রিকার সঙ্গে। এমন একটা প্রেক্ষাপটে আবির্ভাব ঘটেছিল রায় পরিবারের পারিবারিক পত্রিকা ‘সন্দেশ’ এর। উপেন্দ্রকিশোরের নিজস্ব প্রকাশনী সংস্থা ‘ইউ রায় এন্ড সন্স’ থেকে উপেন্দ্রকিশোরের সম্পাদনায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল এবং রায়বাড়ির অঙ্গনারাও পত্রিকাকে নানাভাবে সাফল্যমন্ডিত করতে এগিয়ে এসেছিলেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে। শুধু পারিবারিক ঐতিহ্য রক্ষা করতেই নয়, বরং অন্তরের অদম্য টানে। রায়বাড়ির অন্তঃপুরের প্রজন্মের পর প্রজন্ম ব্যাপী এই প্রতিভা এবং তাঁদের আত্মপ্রকাশের চমকপ্রদ ইতিহাস বর্তমানেও প্রাসঙ্গিক। উপেন্দ্রকিশোরের ভাইঝি লীলা মজুমদারও বলেছিলেন- ঐ যে জ্যাঠামশাই ‘সন্দেশ’ ঢুকিয়ে দিলেন আমাদের জীবনে, আমার মনে হয় কালে ও-ই আমাকে যতখানি প্রভাবিত করেছিল, তেমন আর কিছু নয়।

এই বিষয় বস্তুর প্রতি আমার নিজেরও আগ্রহ দীর্ঘদিনের। তাই যখন এই বি. বি. এম. কে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি পি এইচ ডি করার সুযোগ পেলাম তখন ভাবলাম 'সন্দেশ' এর প্রতি এই আবাল্য পরিচিত মুগ্ধতাকে যদি কাজে লাগাতে পারি তাহলে কৃতার্থ হই। সেই থেকেই 'সন্দেশ' ও রায়বাড়ির অন্দরমহল – শিরোনামাঙ্কিত বিষয়বস্তুটির আগমন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যদি আমাকে ওই বিষয় নিয়ে গবেষণা করার অনুমতি দেন তবে আমি বাধিত থাকব। সর্বোপরি আমি এই কাজ করতে চাই বিভাগীয় প্রধান ডক্টর শর্মিলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে, আমার এই অনুরোধও যদি মঞ্জুর হয় তবে আমি কৃতজ্ঞ থাকব।

তারিখ

গবেষকের স্বাক্ষর

ভূমিকাঃ

Introduction

“ছোটদের আশার হরিণকে দিগন্তের দিকে ছুটিয়ে দিয়ে মাসে-মাসে আসতো ‘সন্দেশ’, আসতো তার আশ্চর্য মলাট আর ভিতরকার মনোহরণ রঙিন ছবি নিয়ে। আনত দুটি মলাটের মধ্যে সাহিত্যের বিচিত্র ভোজে উজ্জ্বল পাইকা অক্ষরের পরিবেষন।

বুদ্ধদেব বসু”[১]

(বানান অপরিবর্তিত)

২২ নং সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়ি থেকে ১৩২০ বঙ্গাব্দের বৈশাখে (১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দ) যে পত্রিকাটির পথ চলা শুরু, ললিত মোহন গুপ্তের মুদ্রণ ও প্রকাশনায় ৬৪/১ নং সুকিয়া স্ট্রিটের লক্ষ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কস থেকে মুদ্রিত হওয়া শুরু যে পত্রিকাটির, ভাবতে অবাক লাগে সেটিই পরবর্তীকালে পাল্টে দিয়েছিল বাংলা শিশুসাহিত্যের গতিপথ। মাত্র দু বছর আটমাস ব্যাপী সম্পাদনা পর্বেই যিনি ‘সন্দেশ’ কে পৌঁছে দিয়েছিলেন উৎকর্ষের তুঙ্গ শিখরে- তিনি উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। উৎকৃষ্ট মুদ্রণ প্রযুক্তি, পারিপাট্য, আর সেইসঙ্গে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যময় পরিবেশন, চোখ জুড়ানো ইলাস্ট্রেশন – সবমিলিয়ে সন্দেশের প্রাণপ্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছিলেন উপেন্দ্রকিশোর। এই পরম্পরা বজায় ছিল পরবর্তী প্রজন্মেও। তিনি উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন তাঁর ছয় সন্তান (সুকুমার, সুখলতা, সুবিনয়, পুণ্যলতা, সুবিমল, ও শান্তিলতা) কেও। উপেন্দ্রকিশোরের সপ্তম সন্তানের মত ছিল ‘সন্দেশ’। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় – ‘মানুষ জন্মাবার সময় খালি হাতেই আসে, তবে মাঝে মাঝে সঙ্গে নিয়ে আসে একটুখানি পিপাসা। সেই পিপাসা টাই হল সব। যাকে সাধারণ জল দিয়ে মেটানো যায় না। তার জন্য চাই অন্যরকম রস, সুর, শব্দ, রেখা, রূপ, কথা। যারা এই পিপাসা টুকু নিয়ে জন্মায়, শুধু তারাই হয় শিল্পী, সাংগীতিক, সাহিত্যিক।' [২]

উক্তিটি যতখানি সত্য উপেন্দ্রকিশোরের ক্ষেত্রে ঠিক ততখানি সত্য তাঁর সন্তান-সন্ততিদের ক্ষেত্রেও। প্রত্যেকেই জন্মেছিলেন সাহিত্য শিল্পের সেই পিপাসাটুকু নিয়ে।

এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ উপেন্দ্রকিশোরের ভাইঝি লীলা মজুমদার। 'সন্দেশ' যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন তিনি মাত্র পাঁচ বছরের শিশু। প্রথম প্রকাশের পর যেদিন 'সন্দেশ' হাতে নিয়ে হাসিমুখে জ্যাঠামশাই উপেন্দ্রকিশোর দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁর সামনে, সেই দিনটির স্মৃতিচারণা করে গেছেন তিনি 'পাকদণ্ডী' উপন্যাসে। পড়লেই বোঝা যায় 'সন্দেশ' কতখানি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছিল তার এবং রায়বাড়ির অন্যান্য অঙ্গনাদের জীবনের সঙ্গে।

উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার, সুবিনয়, সত্যজিৎ, সন্দীপ – সন্দেশের যাবতীয় সম্পাদনা পর্বগুলি সম্পর্কে বহু গবেষণাকর্ম হয়ে গেছে। কিন্তু তথ্যের অপ্রতুলতা বা অন্যান্য কারণে –বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যেতে বসেছে 'সন্দেশ' পত্রিকার সঙ্গে জড়িত রায় পরিবারের অঙ্গনাদের কথা। বিশেষ করে সন্দেশের উৎকর্ষের পিছনে লীলা মজুমদার ও নলিনী দাশ ছাড়া রায়বাড়ির অন্যান্য মহিলাদের অবদান অনুল্লিখিত রয়ে গেছে। স্বাভাবিক কারণেই বিস্তৃত পরিসরে এই আলোচনার অবকাশ রয়েছে বলে আমাদের মনে হয়। তাই আমাদের এই গবেষণাকর্মে আমরা রায়বাড়ির মহিলাদের উপর আলোকপাত করতে চাইছি।

তথ্যসূত্রঃ

Reference

১) 'সন্দেশ' -ছেলেমেয়েদের জন্য সচিত্র মাসিকপত্র, প্রথম বর্ষ, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, বি-এ সম্পাদিত, পারুল প্রকাশনী, কলকাতা, পৃষ্ঠাসংখ্যা- প্রচ্ছদ (ব্যাক কভার)

২) 'সন্দেশ'- ছেলেমেয়েদের জন্য সচিত্র মাসিকপত্র, তৃতীয় বর্ষ, ১৩২২ বঙ্গাব্দ, সম্পাদনা- উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও সুকুমার রায়, পারুল প্রকাশনী, কলকাতা, পৃষ্ঠাসংখ্যা vii –প্রাক্কথন অংশ।

১. সমস্যা নিরূপণ/ statement of the problem

'সন্দেশ' ও রায়বাড়ির অন্দরমহল - বিষয়টিকে বিশদে পরিস্ফুট করতে গিয়ে, তার আভ্যন্তরীণ সমস্যা নিরূপণ করতে গিয়ে, আমরা সমগ্র পরিকল্পনাকে কয়েকটি অধ্যায় বিভাজিত করেছি। আমরা সমগ্র সন্দর্ভে বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করব। যেমন শিশুসাহিত্যের স্বরূপ কেমন, রায়বাড়ি কিভাবে এবং কতটা জড়িয়ে ছিল শিশুসাহিত্যের সেই বিকাশপর্বে, 'সন্দেশ' প্রকাশের পিছনকার প্রেক্ষাপট কেমন ছিল, শিশুসাহিত্যিক হিসাবে রায়বাড়িতে কোন কোন লেখিকা কলম ধরেছিলেন, কিভাবে তাঁরা জড়িয়ে পড়েন 'সন্দেশ' এর সঙ্গে—এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খোঁজা এই গবেষণাকর্মটির ক্ষেত্রে অবশ্য প্রয়োজনীয়। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে 'সন্দেশ' ও রায়বাড়ির অন্দরমহল বিষয়টির গুরুত্ব অপরিসীম। আর এই প্রেক্ষিতে বিষয়টির পুনর্মূল্যায়ন বর্তমান সাহিত্য ও সংস্কৃতির পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২. সমস্যা অনুসন্ধান/ problem to be investigated

আমরা সমগ্র সন্দর্ভে বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করব সেগুলো নিম্নরূপ –

শিশু সাহিত্যের স্বরূপ কেমন?

কি কি শিশু পত্রিকা ছিল 'সন্দেশ' এর সমসাময়িক এবং পূর্ববর্তী কালের এবং এগুলি ‘সন্দেশ’ কে কতখানি প্রেরণা দিয়েছিল?

বাংলা শিশু সাহিত্য চর্চায় রায় পরিবারের ভূমিকা কতখানি?

'সন্দেশ' এর সমসাময়িক অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় মহিলা লেখিকাদের ভূমিকা কিরূপ ছিল?

'সন্দেশ' পত্রিকার সম্পাদনায় মহিলাদের ভূমিকা কতটা?

৩. গবেষণার লক্ষ্য/ object of the research

'সন্দেশ' ও রায়বাড়ির অন্দরমহল- শীর্ষক গবেষণায় আমরা মূলত তিনটি বিষয়ের প্রতি আমাদের লক্ষ্য কে নিবদ্ধ করব। বিষয় গুলি হল যথাক্রমে -

ক) শিশু সাহিত্যের জগতে 'সন্দেশ' পত্রিকার গুরুত্ব কতখানি?

খ) রায়বাড়ির সঙ্গে 'সন্দেশ 'এর সম্পর্কের রসায়ন কেমন?

গ) 'সন্দেশ' এর সম্পাদনা কর্মতে রায় বাড়ির মহিলারা কিভাবে হাল ধরেছিলেন এবং কিভাবে সামলেছিলেন যাবতীয় গুরুদায়িত্বের ভার-- এইসব বিষয়গুলিকে বিবিধ আঙ্গিকে অবলোকনের চেষ্টা করা হবে সমগ্র গবেষণাকর্মে।

৪) পূর্বানুমান/ hypothesis

উনিশ শতকের শেষ দশক ও বিশ শতকের প্রথম দিকে বাংলা শিশুদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল বহু রকমের পত্র-পত্রিকার। এই প্রেক্ষাপটেই আবির্ভাব ‘সন্দেশ’ এর। যে গুণমান সম্বল করে ‘সন্দেশ’ এর আত্মপ্রকাশ, পরবর্তীকালে আর্থিক সমস্যা, বদলে যাওয়া সময় এবং জনরুচির কারণে ‘সন্দেশ’ আর পূর্বের উৎকর্ষ বজায় রাখতে সক্ষম হয়নি। আমাদের বিশ্বাস অদূর ভবিষ্যতে ‘সন্দেশ’ ফিরে পাবে তার পূর্বের উৎকর্ষ, ফিরে পাবে পাঠকের অধীর আগ্রহ।

৫) গবেষণার পরিকল্পনা ও পদ্ধতি/ Research Design and methodology

'সন্দেশ' ও রায়বাড়ির অন্দরমহল - শীর্ষক গবেষণা কর্মটিকে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে আমরা সমগ্র বিষয়টি মূলত সাতটি অধ্যায় বিভাজিত করে আলোচনা করব অধ্যায়গুলি নিম্নরূপ –

সূচিপত্রঃ

Content

- ভূমিকা
- প্রথম অধ্যায়
  শিশু সাহিত্যের স্বরূপ ও সংজ্ঞা
- দ্বিতীয় অধ্যায়
  ‘সন্দেশ’ সমাচারঃ ‘সন্দেশ’ পত্রিকার ইতিবৃত্ত ও প্রেক্ষাপট
- তৃতীয় অধ্যায়
  বাংলা শিশু সাহিত্য চর্চায় রায় পরিবার
- চতুর্থ অধ্যায়
  সন্দেশের সমসাময়িক অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় মহিলা লেখিকারা
- পঞ্চম অধ্যায়
  শিশুসাহিত্যে উপেন্দ্রকিশোরের মহিলা উত্তরসূরী -প্রথম প্রজন্মঃ সুখলতা রাও থেকে লীলা মজুমদার
- ষষ্ঠ অধ্যায়
  শিশুসাহিত্যে উপেন্দ্রকিশোরের মহিলা উত্তরসূরী- দ্বিতীয় প্রজন্মঃ নলিনী দাস ও রায় পরিবারের অন্যান্য মহিলা সাহিত্যিকরা
- সপ্তম অধ্যায়
  ‘সন্দেশ’ পত্রিকার সম্পাদনায় মহিলাদের ভূমিকা
- উপসংহার

এই সামগ্রিক পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে প্রথমেই আমরা সন্দেশের বিভিন্ন সংখ্যাগুলি নিবিড়ভাবে অধ্যয়ন করবো। এর পরে বিভিন্ন গ্রন্থ এবং পত্র-পত্রিকায় এই সম্পর্কিত যেসব আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব।

এরপর শ্রী সন্দীপ রায়ের সাক্ষাৎকার নেওয়ার একটি পরিকল্পনা রয়েছে। এই সমস্ত স্তরের মধ্য দিয়ে আলোচনাকে বিন্যস্ত করার পর গড়ে উঠবে আমার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি। সেগুলি লিপিবদ্ধ করার মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ হবে আমার গবেষণাকর্ম। সমগ্র পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে আমরা তথ্য সংগ্রহ বিশ্লেষণ পদ্ধতি/data analysis method গ্রহণ করব।

৬) তথ্যানুসন্ধান ও ব্যাখ্যায় ব্যবহৃত যন্ত্রানুষঙ্গ/ tools to be used in the data and analysis

সমগ্র গবেষণা তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে সম্পন্ন হবে। প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন গ্রন্থাগার থেকে সংগৃহীত গ্রন্থের সহায়তা নেব। তাছাড়া আবশ্যিকভাবে সহায়তা গ্রহণ করতে হবে সাময়িক পত্র-পত্রিকার গ্রন্থাগারের। সমগ্র পরিকল্পনায় শ্রী সন্দীপ রায়ের সাক্ষাৎকার গ্রহণ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর জন্য আমরা প্রশ্নসূচি তৈরি করব।

সেই প্রশ্নসূচি অনুসারে সাক্ষাৎকার গৃহীত হবে। অন্তর্জালের সহায়তা গৃহীত হবে প্রয়োজন অনুসারে। সমগ্র তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের পর তা মুদ্রিত হবে অভ্র সফটওয়্যারের মাধ্যমে।

৭) সম্ভাব্য গবেষণার গুরুত্ব/ significance of the proposed work

বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে 'সন্দেশ'ও রায়বাড়ির অন্দরমহল বিষয়টির গুরুত্ব অপরিসীম। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত ক্রমাগত প্রকাশিত হতে থাকা অন্যতম জনপ্রিয় পত্রিকা 'সন্দেশ'। এর প্রেক্ষিতে তৎকালীন (উনিশ-বিশ শতকের) নারীমুক্তির সেই জাগ্রতপর্বে, রায়বাড়ির অন্তঃপুরের অবিস্মরণীয় ভূমিকার পুনর্মূল্যায়ন বর্তমান সাহিত্য ও সংস্কৃতির পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৮) বর্তমান জ্ঞান ভান্ডারের উপযোগিতা/ contribution of the existing knowledge

'সন্দেশ' ও রায়বাড়ির অন্দরমহল বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই আমার সহায়ক হয়ে উঠেছে 'সন্দেশ' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা (পারুল এবং নিউ স্ক্রিপ্ট)। সাহায্য পেয়েছি তাপস ভৌমিক সম্পাদিত 'বাংলা পত্র-পত্রিকা সম্পাদক ও সম্পাদনা' (কোরক) বইটির। সাহায্য নিয়েছি সোনালী মুখোপাধ্যায় লিখিত 'মহিলা সম্পাদিত বাংলা সাময়িকপত্র'(গাংচিল) বইটির।এছাড়া বিভিন্ন লিটিল ম্যাগাজিনে ছড়িয়ে আছে 'সন্দেশ' সম্পর্কে বহু লেখালিখি -সেগুলো সংগ্রহের চেষ্টা করেছি। আবশ্যিকভাবে ব্যবহার করেছি পারুল প্রকাশনীর 'প্রসঙ্গ সন্দেশ', লেখিকা সুস্মিতা দত্ত। ব্যবহার করেছি পুণ্যলতা চক্রবর্তীর 'ছেলেবেলার দিনগুলি' (আনন্দ) বইটি। সাহায্য করেছে লালমাটি প্রকাশিত তেরো খণ্ডে সম্পূর্ণ 'লীলা মজুমদার রচনাসমগ্র' প্রভৃতি।

৯) ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা / future work

১৯১৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত ক্রমাগত প্রকাশিত হতে থাকা অন্যতম জনপ্রিয় পত্রিকা 'সন্দেশ'। সেই উপেন্দ্রকিশোরের সময় থেকে শুরু করে বর্তমানে সন্দীপ রায়ের সম্পাদনা কাল পর্যন্ত তার বিস্তার। আমি আমার গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছি 'সন্দেশ' এর পেছনে রায়বাড়ির অন্দরমহলের ভূমিকাকে। এর বাইরে অসংখ্য দৃষ্টিকোণ থেকে 'সন্দেশ' কে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। যেমন ---

১) শিশুপাঠ্য পত্রিকা হিসেবে বাংলা শিশু সাহিত্যের ইতিহাসে 'সন্দেশ' এর গুরুত্ব

২) 'সন্দেশ' ও অলঙ্করণঃ একটি সমীক্ষা

৩) 'সন্দেশ' ও সমসাময়িক অন্যান্য শিশু পত্রিকাঃ তুলনা ও পর্যালোচনা

৪) শিশুপাঠ্য পত্রিকায় ধাঁধাঁর জগৎ, ইত্যাদি।

এইসব বিষয় নিয়ে ভবিষ্যতে গবেষণার সম্ভাবনা থেকে যাবে।

সূচিপত্রঃ

Content

- ভূমিকা (INTRODUCTION)
- প্রথম অধ্যায় (FIRST CHAPTER)
  শিশু সাহিত্যের স্বরূপ ও সংজ্ঞা
- দ্বিতীয় অধ্যায় (SECOND CHAPTER)
  ‘সন্দেশ’ সমাচারঃ ‘সন্দেশ’ পত্রিকার ইতিবৃত্ত ও প্রেক্ষাপট
- তৃতীয় অধ্যায় (THIRD CHAPTER)
  বাংলা শিশু সাহিত্য চর্চায় রায় পরিবার
- চতুর্থ অধ্যায় (FORTH CHAPTER)
  সন্দেশের সমসাময়িক অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় মহিলা লেখিকারা
- পঞ্চম অধ্যায় (FIFTH CHAPTER)
  শিশুসাহিত্যে উপেন্দ্রকিশোরের মহিলা উত্তরসূরী- প্রথম প্রজন্মঃ সুখলতা রাও থেকে লীলা মজুমদার
- ষষ্ঠ অধ্যায় (SIXTH CHAPTER)
  শিশুসাহিত্যে উপেন্দ্রকিশোরের মহিলা উত্তরসূরী- দ্বিতীয় প্রজন্মঃ নলিনী দাস ও রায় পরিবারের অন্যান্য মহিলা সাহিত্যিকরা
- সপ্তম অধ্যায় (SEVENTH CHAPTER)
  ‘সন্দেশ’ পত্রিকার সম্পাদনায় মহিলাদের ভূমিকা
- উপসংহারঃ
  Conclusion
- তথ্যসূত্রঃ
  Reference
- গ্রন্থপঞ্জীঃ
  Bibliography
  ক) আকর গ্রন্থ (Primary Source)

খ) সহায়ক গ্রন্থ (Secondary Source)

গ) পত্র-পত্রিকা (Journals)

প্রথম অধ্যায়

শিশু সাহিত্যের স্বরূপ ও সংজ্ঞা

শিশু সাহিত্য বলতে ঠিক কোন ধরনের সাহিত্য সম্ভার কে চিহ্নিত করা হবে এ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। কারণ ইংরেজিতে 'জুভেনাইল লিটারেচার' যে ব্যাপক অর্থ বহন করে বাংলায় শিশুসাহিত্য শব্দবন্ধ ঠিক সেই অর্থবাহী নয়। কারণ প্রকৃতপক্ষে শিশু যাদের বলা হয় তারা সাহিত্যের রস গ্রহণে সক্ষম নয়। সাধারণত যেসব ছেলেভুলানো ছড়া বা রূপকথা মা ঠাকুমাদের মুখ থেকে শুনে তারা আনন্দ পায় সেগুলো মূলত লোক সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে শিশু সাহিত্য হিসেবে দাবি করতে পারে একমাত্র সেই রচনা যা শিশুদের উদ্দেশ্যে রচিত এবং যাতে শৈশবের রস উপস্থিত। আবার 'শতাব্দীর শিশু সাহিত্য' গ্রন্থে খগেন্দ্রনাথ মিত্রের উক্তিঃ

'আমরা বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণের উদ্দেশ্যে রচিত সাহিত্যকে শিশুসাহিত্য বলার পক্ষে।'[৩]

শিশুদের আনন্দ দানের জন্য বাংলাতেও ঠিক অন্যান্য দেশের মতো ছিল মৌখিক সাহিত্য। কারণ উনিশ শতকের শেষ দশকের পূর্বে শিশুদের জন্য কোনরকম শিক্ষামূলক গ্রন্থ কিংবা পত্র-পত্রিকা রচিত হয়নি।

১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'দিগদর্শন' পত্রিকা বা স্কুল বুক সোসাইটি প্রকাশিত 'পশ্বাবলী' র ভাষা ছিল পাঠ্যঘেঁষা এবং শিশুমনের অনুপযুক্ত।

যদিও শিশুসাহিত্য মানে যে শুধু শিশুরাই পড়বে এমনটা নয়। তাহলে তো নারীরা 'পুরুষ সাহিত্য' পড়বেনা, পুরুষরাও পড়বে না কোনো নারী লেখকের উপন্যাস। সেজন্যই 'বাংলা শিশুসাহিত্যের ক্রমবিকাশ' গ্রন্থে লেখিকা আশা গঙ্গোপাধ্যায়ের মতঃ –

'যথার্থ শিশুসাহিত্য বলিতে তাহাই বুঝিব যাহা সর্ব বয়সের নর নারীর কাছেই একটি রসাস্বাদ আনিয়া দেয়, বয়সের পার্থক্য অনুসারে আস্বাদনের ব্যাপারে কিছু বিভিন্নতা ঘটিতে পারে- কিন্তু সর্বস্তরের মানুষকে আনন্দ দান করিবার মত শিল্পগুণ তাহাতে থাকিবে।'[৪]

লেখিকার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করি না আমরাও। প্রমাণ 'সন্দেশ' আদতে 'ছেলেমেয়েদের জন্য সচিত্র মাসিক পত্র' হলেও সাগ্রহে আত্মসাৎ করার জন্য মুখিয়ে থাকতেন ছোটদের সঙ্গে সঙ্গে বড়রাও।

তথ্যসূত্রঃ

Reference

৩) বলাকা, সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা, বাঙালির শিশুসাহিত্য প্রাক্ স্বাধীনতাপর্ব, বর্ষ ২৪ সংখ্যা ৩৩, জানুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠাসংখ্যা- ৫

৪) নবেন্দু সেন, 'বাংলা শিশু সাহিত্য- তত্ত্ব তথ্য রূপ ও বিশ্লেষণ', পুঁথিপত্র প্রাইভেট লিমিটেড, ক্যালকাটা, পৃষ্ঠাসংখ্যা-২

দ্বিতীয় অধ্যায়

‘সন্দেশ ’সমাচারঃ ‘সন্দেশ’ পত্রিকার ইতিবৃত্ত ও প্রেক্ষাপট

প্রদীপ যেমন হঠাৎ করে প্রজ্বলিত হয় না, জ্বালানোর আগে থাকে সলতে পাকানোর পর্ব, শুরুর আগে কার শুরু। নীরব প্রস্তুতি শেষে সাড়ম্বর আত্মপ্রকাশ। রঙে-রেখায়-লেখায় অনবদ্য উপেন্দ্রকিশোরের 'সন্দেশ' ও তাঁর বহু সাধনার ফসল।

তবে 'সন্দেশ' হঠাৎ করে ছোটদের হাতে এসে পৌঁছে যায় নি। যে পূর্ণতার পথে সন্দেশের যাত্রার শুরু, সেই পূর্ণতাও একদিনে আসেনি। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'দিগদর্শন'। যেটিকে শিশুসাহিত্যিক খগেন্দ্রনাথ মিত্র বলেছেন 'বাংলার প্রথম কিশোর পাঠ্য সাময়িক পত্রিকা'[৫] যদিও পত্রিকাটিতে ছাপা হত পাঠ্যঘেঁষা রকমারি জ্ঞান বর্ধক রচনা। ছোটদের পত্রিকার খানিক আভাস প্রথম পাওয়া যায় কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'অবোধ বন্ধু' তে। প্রকাশকাল ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দ। তবে সত্যিকারের ছোটদের পত্রিকা পাবার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে আরো সতেরো বছর। ১৮৮৩ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত হয়েছে প্রমদাচরণ সেনের সম্পাদনায় 'সখা'। ১৮৮৫ সালে ঠাকুরবাড়ি থেকে 'বালক', ১৮৯৫ তে শিবনাথ শাস্ত্রী বের করলেন 'মুকুল'। লক্ষ্য করার বিষয় প্রায় সবকটি পত্রিকাতেই উপেন্দ্রকিশোর মেলে ধরেছিলেন আপন লেখক সত্তাকে। এমনকি মুকুলের অঙ্গসজ্জা ও মুদ্রণ পারিপাট্যের ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ ঠিক তাঁর নিজের ক্ষেত্রকে প্রকাশ করার জন্য 'সন্দেশ' পরিকল্পিত হয়নি। নতুন শতক আরম্ভের আগেই বাংলার শিশুরা পরিচিত হতে শুরু করেছিল বিভিন্ন শিশু পত্রিকার সঙ্গে। উপেন্দ্রকিশোর শুধু চেয়েছিলেন ছোটদের মনের মতো একটি পত্রিকা প্রকাশ করতে। এই প্রেক্ষাপটেই ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে 'সন্দেশ' পত্রিকার আবির্ভাব।

<u>তথ্যসূত্রঃ</u>

<u>Reference</u>

৫) 'বাংলা পত্রপত্রিকাঃ সম্পাদক ও সম্পাদনা', তাপস ভৌমিক সম্পাদিত, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৭, প্রবন্ধ- 'সন্দেশ' সম্পাদক উপেন্দ্রকিশোর, পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃষ্ঠাসংখ্যা -১৫০

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলা শিশু সাহিত্য চর্চায় রায় পরিবার

ইংরেজি ১৮৬৩ সালের ১১ মে পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ সাব ডিভিশনে মসূয়া গ্রামের প্রসিদ্ধ রায় বংশে জন্ম উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর। বংশ-পরম্পরা থেকে জানা যায় পূর্বে এঁদের বাস ছিল ভারতের বিহারে। পরবর্তীকালে বসতি স্থাপন করেন পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার চাকদহ গ্রামে। পূর্ব পুরুষেরা ছিলেন গুণী এবং বিদ্বান। আদি পদবী ছিল দেও বা দেব। তবে লোকের কাছে পরিচিত ছিলেন রায় উপাধিতেই।

রামসুন্দর দেব থেকে শুরু করলে এই বংশের দশম পুরুষ উপেন্দ্রকিশোর। পূর্বপুরুষ সোনারাম জমিদারি কিনে গ্রহণ করেছিলেন 'রায়চৌধুরী' পদবীটি। তার পুত্র লোকনাথ, লোকনাথের পুত্র কালীনাথ যিনি লোকমুখে পরিচিত ছিলেন শ্যামসুন্দর মুন্সী নামে। তাঁর পাঁচ সন্তান। বড় সারদারঞ্জন, কলকাতায় বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ ও সেকালের বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড়। দ্বিতীয় কামদারঞ্জন ওরফে উপেন্দ্রকিশোর। তৃতীয় মুক্তিদারঞ্জন পড়াতেন বিদ্যাসাগর কলেজে। দক্ষ ছিলেন অঙ্কশাস্ত্রে। চতুর্থ কুলদারঞ্জন জানতেন চমৎকার ছবির কাজ বা ব্রোমাইড এনলার্জমেন্ট। এছাড়াও শিশুসাহিত্যে সুপরিচিত ছিলেন অনেকগুলি বিখ্যাত ইংরেজি গল্পের বাংলা অনুবাদের জন্য (ইলিয়াড, ওডিসিউস, রবিনহুড ইত্যাদি।) সকলের ছোট প্রমদারঞ্জন কাজ করতেন ভারত সরকারের জরিপ বিভাগে। সেখানকার বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার গল্প আছে তাঁর 'বনের খবর' বইয়ে। তাঁরই মেজো মেয়ে স্বনামধন্যা লীলা মজুমদার।

এরপর নাম করতে হয় উপেন্দ্রকিশোরের ছেলেমেয়েদের।

তার জ্যেষ্ঠা কন্যা সুখলতা রাও, দ্বিতীয়া পুণ্যলতা চক্রবর্তী, এদের দুজনের ছোটবোন স্বল্পায়ু শান্তিলতা চৌধুরী। তিন কন্যা ছাড়াও ছিল তিন পুত্র। 'আবোল তাবোল' ও 'হ য ব র ল' খ্যাত সুকুমার রায়। যাঁর সাহিত্যক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ ছাব্বিশ বছরে আর অকালমৃত্যু মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সেই। দ্বিতীয় পুত্র সুবিনয় রায়চৌধুরী প্রথম লিখতে শুরু করেন মুকুলে। ইনি ১৩৩০ বঙ্গাব্দ থেকে পরপর তিন বছর সম্পাদনা করেছেন 'সন্দেশ'। এঁদের সবার ছোট সুবিমল রায়চৌধুরীর একটিই রচনা সংকলনের সন্ধান মেলে সেটি হল 'প্রেতসিদ্ধের কাহিনী ও অন্যান্য রচনা' (১৯৭৮)

আর এই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন সন্দেশের পুনরুজ্জীবনের প্রধান হোতা পরবর্তী প্রজন্ম সত্যজিৎ রায়, নলিনী দাস, কল্যাণী কার্লেকর, সন্দীপ রায় প্রমুখরা।

চতুর্থ অধ্যায়

সন্দেশের সমসাময়িক অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় মহিলা লেখিকারা

গতানুগতিকতা বর্জিত, ছোটদের মনোরঞ্জনকারী পত্রিকা সন্দেশের অনন্যতা অবিদিত নয়। কবি প্রিয়ংবদা দেবীর মা প্রসন্নময়ী দেবী ছিলেন সে সময়ের নামকরা কবি। সন্দেশের প্রথম সংখ্যাটির অনন্যতার বিষয়টি ভারি সরস ভঙ্গিতে লিখেছিলেন তিনি।

‘সন্দেশ এসেছে ঘরে থালা নিয়ে আয়।

খোকা-খুকি দাদা দিদি আয়রে ত্বরায়।

এ সন্দেশ টপ করে মুখে পুরে দিলে,

খাইতে পারিনে রস একেবারে গিলে।’[৬]

১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ‘সন্দেশ’ পত্রিকায় মহিলা লেখিকার সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। রায়বাড়ির অঙ্গনা ছাড়াও সন্দেশে নিয়মিত লিখতেন গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় (পিকলুর সেই ছোট্‌কা), তৃপ্তি গুহ (ফুটবলের মরশুম শুরু), শিবানী রায় চৌধুরী (ইন্তাবিলের পুঁথি), গিরিজা গঙ্গোপাধ্যায় (উটের ব্যথা) প্রমুখেরা।

তবে ‘সন্দেশ’ ই প্রথম এমন পত্রিকা ছিল না যেখানে স্বকীয় লেখনী প্রতিভার প্রকাশ ঘটাতেন তথাকথিত অন্তঃপুরিকারা, সন্দেশের সমসাময়িক এমন অনেক পত্রপত্রিকা ছিল যেখানে কলম ধরেছিলেন নারী বাহিনী। এরমধ্যে নাম করা যায় প্রধানত খ্রিস্টান মহিলাদের উদ্দেশ্য করে ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হওয়া ‘খ্রীস্টীয় মহিলা’ নামক মাসিক পত্রিকার। সম্পাদিকা কুমারী কামিনী শীল বাংলার স্ত্রী শিক্ষা নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন যার নাম ‘স্ত্রী শিক্ষার উন্নতি’। এছাড়া কলকাতার টালা থেকে প্রকাশিত ‘বঙ্গবাসিনী’ পত্রিকার (১৮৮৩খ্রিঃ) ছিল দুটি বিশেষত্ব।

- ১) মহিলা সম্পাদিত প্রথম সাপ্তাহিক বাংলা সাময়িকপত্র ছিল এটি। যদিও সম্পাদিকার নাম অজ্ঞাত।
- ২) পত্রিকাটির লেখকগোষ্ঠী তে মহিলার সংখ্যা ছিল অধিক।

  এছাড়া ‘খ্রীস্টীয় মহিলা’ পত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষ সুরেন্দ্র মোহিনী বসু পত্রিকায় লিখেছিলেন ‘বঙ্গ বিধবা’ নামক একটি দীর্ঘ কবিতা। নাম করা যায় উনিশ শতকের বাঙালির গর্বের সম্পদ ‘ভারতী’ পত্রিকার। এতে নিয়মিত লিখতেন স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২)।

নাম করা যায় তার ‘স্ত্রী শিক্ষা ও বেথুন স্কুল’ শীর্ষক রচনাটির। আবার তাঁর কন্যা হিরন্ময়ী দেবী (১৮৭০-১৯২৫)। ইনি নিয়মিত কবিতা লিখতেন ‘সখা’ পত্রিকায়। নাম করা যায় জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সম্পাদিত ‘বালক’ এর লেখিকা গোষ্ঠীর। লিখতেন সম্পাদিকা স্বয়ং। লিখেছেন স্বর্ণকুমারী দেবী, নগেন্দ্র বালা দেবী, সরলা দেবী, হিরন্ময়ী দেবী প্রমুখেরা। এছাড়া উল্লেখ করা যায় ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত অপর একটি পত্রিকা ‘পুণ্য’ র (১৮৯৭খ্রিস্টাব্দ)। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র হেমেন্দ্রনাথের কন্যা সম্পাদিকা প্রজ্ঞাসুন্দরী নিজে পত্রিকাটির বিভিন্ন সংখ্যায় লিখেছেন রন্ধন বিদ্যা সম্পর্কিত নানা মৌলিক প্রবন্ধ।

তথ্যসূত্রঃ

Reference

৬) ‘সন্দেশ’- ছেলেমেয়েদের জন্য সচিত্র মাসিকপত্র, দ্বিতীয় বর্ষ, সম্পাদনা- উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, পারুল, কলকাতা, পৃষ্ঠাসংখ্যা- ভূমিকা অংশ- vii

পঞ্চম অধ্যায়

শিশুসাহিত্যে উপেন্দ্রকিশোরের মহিলা উত্তরসূরী-

প্রথম প্রজন্মঃ সুখলতা রাও থেকে লীলা মজুমদার

প্রতিভাবান পিতার সন্তান-সন্ততিরা যে স্বকীয় প্রতিভা বলে ভাস্বর হবেন সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। জ্যেষ্ঠ কন্যা সুখলতা রাও যিনি প্রধানত শিশু সাহিত্যিক হিসেবে স্মরণীয় হলেও সম্পাদনা করতেন 'আলোক' নামে একটি পত্রিকা। লিখেছেন 'গল্পের বই', 'আরো গল্প' - এই দুটি একত্রে প্রকাশিত হয় 'গল্প আর গল্প' নামে ১৯৫৪ সালে, লাভ করে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার।

এছাড়াও লিখেছেন 'আলিভুলির দেশে', 'নানান গল্প', 'নানান দেশের রূপকথা' (১৯৬৪ সালে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত) প্রভৃতি।

জ্যেষ্ঠা সুখলতার মতোই পিতার সার্থক উত্তরসূরী ছিলেন দ্বিতীয়া কন্যা পুণ্যলতা চক্রবর্তীও। রচনা কর্মের স্বল্পতা অনায়াসে ঢেকে দেয় তার অনবদ্য লেখনী। তাঁর আত্মস্মৃতি মূলক রচনা 'ছেলেবেলার দিনগুলি'। 'ছোট্ট ছোট্ট গল্প' হল ছোটদের জন্য লেখা তাঁর একমাত্র গল্পের বই। রবিবারের আনন্দবাজারে ধারাবাহিক ভাবে লিখতেন 'একাল যখন শুরু হল' (২০০৭ সালে গ্রন্থভুক্ত)। 'সন্দেশ' এ প্রকাশিত হয় তাঁর লেখা উপন্যাস 'রাজবাড়ী'।

এদের ছোটবোন স্বল্পায়ু শান্তিলতা চৌধুরী (মাত্র উনত্রিশ বছরে নিউমোনিয়া হয়ে মারা যান)। সন্দেশে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর গল্প 'বাঘ মামা', 'নিমন্ত্রণ', 'যমজ রাজা' এবং 'পাকা রাঁধুনি' নামক কবিতা।

এরপর আসে এঁদের খুড়তুতো বোন, এই প্রজন্মের সাহিত্য জগতের সবচেয়ে পরিচিত নাম লীলা মজুমদার (১৯০৮-২০০৭)। সুবিপুল সাহিত্য কর্মের মধ্যে রয়েছে 'উপেন্দ্রকিশোর' এবং 'অবনীন্দ্রনাথ' এর মত আত্মকথন মূলক রচনা। আছে 'পাকদণ্ডী', 'হলদে পাখির পালক', 'টং লিং', 'মাকু' প্রভৃতি উপন্যাস। আছে 'বক বধ পালা' বা 'লঙ্কা দহন পালা' র মত নাটিকা। আছে 'হাতি' ও 'দুলিয়া'র মতো গল্পগ্রন্থ গুলি যা তাঁর ঋদ্ধ প্রতিভারই পরিচায়ক।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শিশুসাহিত্যে উপেন্দ্রকিশোরের মহিলা উত্তরসূরী- দ্বিতীয় প্রজন্মঃ নলিনী দাশ ও রায় পরিবারের অন্যান্য মহিলা সাহিত্যিকরা

মাতামহ উপেন্দ্রকিশোরের মৃত্যুর পরে জন্ম নলিনী দাশের। তাঁর যখন মাত্র সাত বছর বয়স, মৃত্যু হয় সুকুমার রায়েরও। মা পুণ্যলতা ও পিতা অরুণনাথ চক্রবর্তী নিজের দুই কন্যা কল্যাণী ও নলিনীর সঙ্গে মানুষ করেছিলেন দুই কন্যা ও এক পুত্র কে। নলিনী দাশ এর পুত্র অমিতানন্দের মতে নলিনী দাশের বিখ্যাত 'গোয়েন্দা গন্ডালু' সিরিজের অসমসাহসী চার বন্ধুর চিত্রায়নে সুস্পষ্ট প্রভাব রয়েছে চার বোনের। বিখ্যাত 'গোয়েন্দা গন্ডালু' ছাড়াও তিনি লিখেছেন 'রা-কা-যে-টে-না-পা'(রামকানাই যেন টের না পায়) উপন্যাস, 'নন্দনগড়ের রহস্য', 'মধ্যরাতের ঘোড়সওয়ার' প্রভৃতি। ১৯৬৪ সাল থেকে সম্পাদিকা হিসেবে যুক্ত ছিলেন 'সন্দেশ' পত্রিকার সঙ্গে। পেশায় ছিলেন বেথুন কলেজের অধ্যাপিকা ও পরে অধ্যক্ষা।

নলিনী দাশ ছাড়াও এই অধ্যায়ে জায়গা করে নিয়েছেন রায় পরিবারের দুই প্রজন্মের অন্যান্য অপ্রধান লেখিকারা। এঁদের মধ্যে উল্লেখের দাবি রাখেন সুবিনয় রায়ের স্ত্রী পুষ্পলতা রায়। কুলদা রঞ্জন রায়ের দুই কন্যা ইলা এবং মাধুরীলতা রায় আর এছাড়া উল্লেখ্য সত্যজিৎ রায়ের স্ত্রী বিজয় রায়ের সাহিত্যকর্ম।

সপ্তম অধ্যায়

‘সন্দেশ’ পত্রিকার সম্পাদনায় মহিলাদের ভূমিকা

উপেন্দ্রকিশোরের কালে ‘সন্দেশ’ ছিল বত্রিশ পৃষ্ঠার। ছাপা হতো পাইকা টাইপে। মুদ্রণ কারিকুরি বা অফসেট আনুকূল্য কোনটাই ছিল না। এমনকি সুকুমার সম্পাদিত ‘সন্দেশ’ এও কোন বাহ্যিক পরিবর্তন ঘটেনি। কিন্তু ১৯৬১ সালে/ ১৩৬৮ বঙ্গাব্দতে যখন সন্দেশের পুনরুজ্জীবন ঘটে তখন সুদীর্ঘ পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের (১৩৪২-৬৮বঙ্গাব্দ) বদলে যাওয়া জনরুচি, পরিবেশ, পরিস্থিতি সামলে সন্দেশের ঐতিহ্য এবং গুণমান কে অক্ষুন্ন রাখা টাই একটা মস্ত বড় চ্যালেঞ্জ ছিল সম্পাদকদের কাছে। প্রথমদিকে সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। ১৯৬৩ সালে সন্দেশের সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন লীলা মজুমদার। ক্রমে ধর্মতলা লেনের অফিস ছেড়ে ‘সন্দেশ’ নতুন ঠিকানা পায় ১৭২/৩ রাসবিহারী এভিনিউ- নলিনী দাশের বাড়িতে। ১৯৭৫ সালে চাকরি থেকে অবসর নিয়ে তিনিও যোগ দিয়েছিলেন সম্পাদনার কাজে। ‘বড় সম্পাদক’ লীলা মজুমদার, ‘ছোট সম্পাদক’ নলিনী দাশ এবং ‘সম্পাদক মশাই’ সত্যজিৎ (এই নামেই সম্বোধন করতেন লীলা মজুমদার) এবং পরবর্তীকালে বিজয়া রায়কে নিয়ে কেমন চলেছিল নবপর্যায়ের ‘সন্দেশ’ সেই সম্পর্কে আলোচনা করা হবে এই অধ্যায়টিতে।

উপসংহার

১৩২০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ / ১৯১৩ সালের এপ্রিল মাস- 'সন্দেশ' পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই রচিত হয়ে গেছিল বাংলা শিশু-পত্রিকার ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়। পত্রিকাটিকে সমৃদ্ধ করতে সেদিন যে শুধুই বাংলার সাহিত্যিক, খ্যাতনামা বিজ্ঞানী, দার্শনিক বা শিক্ষাবিদরা এগিয়ে এসেছিলেন এমন ভাবা ভুল। মনের আনন্দে এগিয়ে এসেছিলেন রায়বাড়ির অন্তঃপুরিকারাও। লীলা মজুমদারের ভাষায়ঃ 'সারাজীবন ধরে যত রকম কাজ করেছি তার মধ্যে সন্দেশের কাজ সবচেয়ে আনন্দদায়ক।'[(৭)]

সন্দীপ রায়ের ভাষায়ঃ

'আমি জানিনা এ বই এখনকার প্রজন্ম কে কতটা টানবে, তবে আমাদের জেনারেশনের কাছে এটা খুব মূল্যবান একটা সংগ্রহ। আর গবেষণার জন্য নিঃসন্দেহে এটা গুরুত্বপূর্ণ - -ইতিহাসের একটা পর্ব।'[(৮)]

যে অবিশ্বাস্য গুণমান সম্বল করে 'সন্দেশ' অতিক্রম করেছে তার সুদীর্ঘ যাত্রাপথ, তাতে রায়বাড়ির স্বনামধন্য পুরুষদের পাশাপাশি দায়িত্বভার সামলেছেন রায়বাড়ির অঙ্গনারাও। বর্তমান সময়েও 'সন্দেশ' পত্রিকার যে গুণমান, তার সাহায্যে শিশুমন অনায়াসেই কেড়ে নিতে সক্ষম 'সন্দেশ'। আশা করি নিরপেক্ষ পর্যালোচনার মাধ্যমে অন্যান্য গবেষকের মত নিজের লক্ষ্যে স্থির থেকে আমি আমার গবেষণাকর্ম সমাপ্ত করতে পারব।

তথ্যসূত্রঃ

Reference

৭) লীলা মজুমদার, ‘পাকদন্ডী’, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, মুদ্রণ নভেম্বর ২০০৭, পৃষ্ঠাসংখ্যা -৪০০

৮) পূর্বোক্ত, ‘সন্দেশ’- প্রথম বর্ষ, উত্তর কথন অংশ –‘আমার সন্দেশ’, লেখক- সন্দীপ রায়, পৃষ্ঠা –জ

* <u>গ্রন্থপঞ্জী</u>
* <u>Bibliography</u>

<u>আকর গ্রন্থঃ</u>

১) নলিনী দাশ, 'গোয়েন্দা গন্ডালু সমগ্র', প্রথম খণ্ড, নিউ স্ক্রিপ্ট, কোলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, ফাল্গুন ১৪২৫/ মার্চ ২০১৯

২) নলিনী দাশ, 'গোয়েন্দা গন্ডালু সমগ্র', দ্বিতীয় খন্ড, নিউ স্ক্রিপ্ট, কোলকাতা, পুনর্মুদ্রণ- অগ্রহায়ণ ১৪২৫ / নভেম্বর ২০১৮

৩) পুণ্যলতা চক্রবর্তী , 'ছোট্ট ছোট্ট গল্প', আনন্দ, কলকাতা, দ্বাদশ মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১৭

৪) সুখলতা রাও, 'গল্প আর গল্প' (১৩৫৮ বঙ্গাব্দে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, একত্রিংশ মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪২৫

৫) লীলা মজুমদার রচনাসমগ্র, প্রথম খন্ড, সম্পাদনা- সোমা মুখোপাধ্যায়, লালমাটি, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ -জানুয়ারি ২০১৩

৬) পুণ্যলতা চক্রবর্তী , 'ছেলেবেলার দিনগুলি', আনন্দ, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ- ফেব্রুয়ারি ২০১৫

<u>সহায়ক গ্রন্থঃ</u>

১) সুস্মিতা দত্ত, 'প্রসঙ্গ সন্দেশ- উপেন্দ্রকিশোর সম্পাদনা পর্ব, বৈশাখ ১৩২০- পৌষ ১৩২২, পারুল, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ২০১০

২) শিবাজী বন্দোপাধ্যায়, 'আবার শিশুশিক্ষা', অনুষ্টুপ, কলকাতা, প্রকাশক- অনিল আচার্য, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় মুদ্রণ –জানুয়ারি ২০১০

৩) সোনালী মুখোপাধ্যায়, 'মহিলা সম্পাদিত বাংলা সাময়িকপত্রঃ প্রাক্ স্বাধীনতাপর্ব- আলোকময়ীদের কথা', গাঙচিল, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ডিসেম্বর ২০১৪

৪) আনসার উল হক্, ২০০ বছরের বাংলা শিশু সাহিত্যের ইতিহাস, পারুল, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ- ডিসেম্বর ২০১৪

৫) চিত্রা দেব, 'ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল', আনন্দ, কলকাতা,নবম মুদ্রণ- জুন ২০১৮

<u>সহায়ক ইংরেজি গ্রন্থঃ</u>

1. Chandak Sengoopta, 'The Rays Before Satyajit, Creativity and Modernity in Colonial India', published in India by Oxford University Press, New Delhi, India, first edition published in 2016

<u>সহায়ক পত্রপত্রিকাঃ</u>

১) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, বর্ষ ১২০, সংখ্যা ১-৪, ১৪২০ বঙ্গাব্দ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা।

২) ইতিকথা এখন, শিশু-কিশোর সংখ্যা, বইমেলা ২০১৬, উত্তর চব্বিশ পরগনা।

৩) সংবর্তিকা- শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ষান্মাসিক পত্রিকা, দ্বিভাষিক, ষষ্ঠ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৫ অক্টোবর ২০১৭, জগাছা, হাওড়া।

৪) বলাকা- বাঙালির শিশুসাহিত্য প্রাক্ স্বাধীনতা পর্ব, বর্ষ ২৪, সংখ্যা ৩৩, জানুয়ারি ২০১৫, কলকাতা।

৫) 'সন্দেশ' ১৩৬৮ সম্পূর্ণ বছর ফ্যাক্সিমিলি এডিশন, গ্রন্থন সম্পাদক- সন্দীপ রায়, নিউ স্ক্রিপ্ট, কোলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ– ফেব্রুয়ারী ২০১৮/ মাঘ ১৪২৪

৬) 'আদিগন্ত' বেথুন কলেজ পত্রিকা, বেথুন মহাবিদ্যালয় প্রকাশন ২০১৫-১৬, নলিনী দাশ জন্মশতবর্ষ বিশেষসংখ্যা।